ষষ্ঠ অধ্যায়

মূল্যায়ন

ব্রিটিশ শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গদেশে। সেই সূত্রে বাঙালিরা প্রথম ইংরেজি সভ্যতা সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে। পাশ্চাত্য প্রভাব ও ইউরোপীয় সংসর্গের সূত্র ধরে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে কয়টি আধুনিক ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় তার অন্যতম হচ্ছে নারী উন্নয়ন সমস্যা। অবশ্য পাশ্চাত্যেও নারী সমস্যা সম্বন্ধে ব্যাপক সচেতনতা খুব বেশি পুরোনো নয়।

সুবিখ্যাত এথেনীয় সভ্যতায় নারীর স্থান ছিল অন্তঃপুরে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীনতা ও অন্যান্য সুযোগের অভাবে তাঁদের জীবন ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের। গ্রীক সভ্যতার উজ্জ্বল প্রতিনিধিদের মধ্যে তাই কোন নারী নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম কবি সাফো। প্রাচীন গ্রীসের সমাজে রূপ, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা এবং ললিতকলা সমৃদ্ধ বহু মেয়ে ছিলেন, তাদের বলা হত হেটিরা — তাঁরা গৃহবধূ নন, গণিকা। তাঁরাই সেকালের চিন্তাবিদ বা রাষ্ট্রনায়কদের প্রণয়িনী ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন যুগের পরে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে মাঝারি বা বিশাল সামন্ত ভূমধ্যকারীরূপে বহু মহিলা ইউরোপে প্রকৃত অর্থে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চা, কাব্যরচনা ক'রে সে যুগের কিছু মহিলা নারী প্রগতিতে এক বিশিষ্ট মাত্রা যোগ করেন। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং রাষ্ট্রশক্তির পরাক্রমের ফলে সামন্তপ্রথা দুর্বল হতে থাকে। আভিজাত সামন্তনারীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সাধারণ মেয়েদের জীবন ছিল দুঃখের। নানারকম কঠোর শ্রম ও বিশৃঙ্খল উপায়ে তাদের জীবিকা অর্জন করতে হত। উপরন্তু ছিল উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী অভিজাতদের দৌরাত্ম। রেনেসাঁস যুগে নারীর গৃহস্থালি রূপকে বিশেষ সম্মানজনক মনে কর হতে থাকে এবং প্রাচীন এথেন্সের অনুকরণে অন্তঃপুরে আবদ্ধ নারী আদর্শকে সাহিত্যে গৌরাবান্বিত করা হয়। মেয়েদের পক্ষে তিনটি গুণ সবচেয়ে শ্লাঘনীয় বলে বিবেচিত হয় — সতীত্ব (chastity) শালীনতা (modesty) এবং মাধুর্য (charm)। ঘরোয়া গৃহপালিত নারীর স্বাধীনতা ক্রমে যথেষ্ট খর্ব হয়ে যায়।

রেনেসাঁস, ভৌগোলিক আবিষ্কার, বাণিজ্য বিপ্লব, বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রভৃতির মাধ্যমে পঞ্চদশ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের সমাজ জীবনে ক্রমিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

কৃষি ও শিল্পবিপ্লবের পরে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পরিবারের চিত্র অনেকটাই অন্যরকম হয়ে যায়। মূল-ধনী কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে নারী শ্রমিক নিযুক্ত হন এবং এই প্রথম মেয়েরা নিজ পরিবার বা ঘর থেকে বহু দূরে অনেকগুলি ঘন্টা অতিবাহিত করতে থাকেন। এই ঘটনা

পরিবারের অন্তর্গত নারী-পুরুষ সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কর্মরত নারীশ্রমিকের নিজস্ব উপার্জন বহু ক্ষেত্রে পরিবারে তার অবস্থানের পরিবর্তন সাধন করে এবং শ্রমিক নারীর এই 'স্বাধীনতা' ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে তাকে অন্যদের কাছেও ঈর্ষণীয় করে তোলে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বা ব্রন্টি ভগ্নীদ্বয় অনুভব করেন যে সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছেও এঁরা দৃষ্টান্তস্থল হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারেও বিশেষত অবিবাহিত মেয়েদের স্বনির্ভরতার আদর্শ এখন সমাজে গুরুত্বলাভ করতে থাকে।

জীবনযাপন পদ্ধতির এই পরিবর্তন ছাড়াও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল — সেটি হল নারীমুক্তি বিষয়ক তাত্ত্বিক ভাবনা। পঞ্চদশ শতক থেকেই মেয়েরা স্বাধীনতা হরণের ক্রমিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সরব হতে থাকেন। নারী ভাবনার প্রথম সচেতন নারী প্রবক্তা ক্রিষ্টিন ডি পিসাঁ ছাড়াও আরও বহু মহিলা পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তাঁদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় মেরী ওলস্টোন ক্রাফ্‌ট রচিত 'Vindication of the Rights of Woman' নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থ নারীর অধিকার ও নারীবাদী দর্শনের প্রথম বিস্তারিত দলিল। মেরী ওলস্টোন ক্রাফটের গ্রন্থটি ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়। নারীর পরাধীনতার কারণ ও প্রতিকারের উপায় বিশ্লেষণ করে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'Subjection of Woman" প্রকাশিত হয়। উদারনৈতিক মতের পৃষ্ঠপোষক এই চিন্তাবিদ মনে করেন বৈষম্যমূলক আইনবিধির জন্যই মেয়েরা চিরদিন বঞ্চিত ও নির্যাতিত হয়।

নারীমুক্তি সম্বন্ধে এইরকম তাত্ত্বিক আলোচনা ও দর্শন নির্মাণের পাশাপাশি শুরু হয়েছিল একটি অধিকার আদায়ের লড়াই। ফরাসী বিপ্লবের Declaration of the Rights of Man (১৭৮৯)-এর প্রত্যুত্তরে ওলিম্প্‌ দ্য গস প্রকাশ করেন Declaration of the Right of Woman এবং পুরুষদের সমস্ত বিশেষ সুবিধার অবসান দাবি করেন। ওলিম্প দ্য গস অচিরেই গিলোটিনে নিহত হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ঐতিহাসিক সেনেকা ফল্‌স সম্মেলন লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং Declaration of Sentiments গৃহীত হয়। সমান শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ, বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আইনমাফিক অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, ভোটাধিকার ইত্যাদি দাবি এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। ভোটাধিকার আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। ইংল্যান্ডে সারা ও এমিলি প্যাংহার্স্টের নেতৃত্বে মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলন সরকারি নিপীড়ন সত্ত্বেও বৃদ্ধি পায়। এই উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডে যে বৃহৎ গণমিছিল হয় তাতে তৎকালে ইংল্যান্ডবাসী যে কয়জন ভারতীয় মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সরলা রায়।

প্যাংহার্স্ট আন্দোলনের ফলে ১৯১৮ সালে ত্রিশোর্ধ্ব মহিলা এবং ১৯২৮ সালে সব প্রাপ্ত বয়স্করা ভোটাধিকার লাভ করেন। আমেরিকার মেয়েরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও শুরু করেন। এদিকে

মননশীল যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভার্জিনিয়া উলফ্ A Room of One's Own গ্রন্থে (১৯২৯) প্রমাণ করেন যে নারীপ্রতিভা বিকাশের অন্তরায়ের কারণ নিহিত আছে সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — উত্তর পশ্চিমী পৃথিবীতে নারীবাদী দর্শন নির্মাণে এক ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। এর সূত্রপাত ঘটান সিমোন দ্য বোভেয়াঁ, অসামান্য গ্রন্থ 'দি সেকেন্ড সেক্স' (১৯৪৯) রচনা করেন। ভার্জিনিয়া উল্ফ্ (১৮৮২-১৯৪১) এবং সিমোন-দ্য-বোভেয়াঁর (১৯০৮-১৯৮৬) — এঁরাই প্রথম লক্ষ্য করেন যে পুরুষ লেখকদের সৃজনে নারীর বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ জীবনের যে ছবি উঠে আসে তাতে পিতৃতন্ত্রের একটা চালাকি থেকে যায়। নারীদের তাঁরা সেইভাবে দেখান যেভাবে তারা দেখতে চান, অন্ত তপক্ষে নিজস্ব ভাবমূর্তি যেন কোথাও টোল না খায়। প্রতিষ্ঠিত এবং মহিমান্বিত 'Eternal Feminine' এর বুক চিড়ে বোভেয়াঁর দেখান স্ত্রীলিঙ্গ কেবল অর্জিত নয়, নির্মিতও হয় দ্বিতীয় লিঙ্গরূপে। পুরুষ এবং নারী — এই দুই লিঙ্গের অবস্থানগত যে রাজনীতির ইঙ্গিত উল্ফ্ কিংবা বোভেয়াঁর-এর রচনায় আমরা পেয়েছিলাম তাকেই একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দিলেন ষাটের দশকে 'Kate Mille' তাঁর 'Sexual Politics' গ্রন্থে। তিনি দেখান সামাজিক এবং পারিবারিক শিক্ষার ফলে একটি শিশুর মনে ধীরে ধীরে নিজস্ব যৌন পরিচয়ের বোধগুলি গড়ে ওঠে — পুরুষ হবে আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক আর নারী মানেই অন্তর্মুখী, নিষ্ক্রিয়।

লেখিকার মতে পিতৃতন্ত্রে বিবাহ একটি অর্থনৈতিক চুক্তি বা জোট মাত্র এবং রোমান্টিক প্রেমে নারীর অবস্থান গৌরবজনক মনে হলেও সেটি একটি মুখোশ বই কিছু নয়। ঠিক যেমন কোনও কালো মানুষ শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে উন্নত হলেও সমাজে জাতিগত বিচারে সাদাদের চাইতে নিচু, তেমনই পিতৃতন্ত্রে মেয়েদের অবস্থান। পৌরুষের কাছে তার সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব মাথা নোয়াতে বাধ্য। শ্রীমতী মিলেট দেখান সব চাইতে মারাত্মক পরিণতি এই যে, নারী যুগ যুগ ধরে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত থেকেছে পুরুষের হাতে খেলার পুতুল হয়ে। পিতৃতন্ত্র সুচতুরভাবে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাঁটা গেঁথে দিয়েছে। গৃহবধু এবং বারবণিতার চূড়ান্ত অবস্থানগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শুরু করে গৃহবধূ এবং কর্মরতা কিংবা যুবতী ও বিগত যৌবনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বঙ্গসমাজের প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে আরও একটু টেনে নেওয়া যায় পুত্রবধূ-শ্বশ্রূমাতা, ভ্রাতৃবধূ-ননদিনী কিংবা দুই জা-এর অন্তর্গত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। লেখিকার তাই সেচ্চার ঘোষণা পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার না করলে সমাজে নারীর অবস্থানগত কোন সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেট মিলেটের প্রদর্শিত পথে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের টেক্সগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন অধ্যাপিকাদ্বয় Sandra Gibert এবং Susan Gubar তাঁদের 'The Mandwoman in the Attic' (১৯৭৯)বইতে। লেখিকাদ্বয় দেখান ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে অনেক দূরের মানুষ হলেও নারীদের লেখায় কিছু কিছু পুনরাবর্তিত থিমের চিত্রকল্পের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যয়। এরই একটি মানসিক বিকৃতি, উন্মাদরোগ। এই অসুস্থতা এবং অস্বাচ্ছন্দ কেবল নারী লেখকদের একটি থিম মাত্র নয় বরং এটি তাদের রচনার একটি মূলগত উপাদান, বুনোটের তন্তু। পিতৃতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক এবং

পারিবারিক অবস্থানে নারীর যে ভগ্ন, ক্ষুদ্রায়িত সত্তা, তার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যের অপ্রকৃতস্থ চৈতন্যের পুনরুদিত হওয়ায়। এই অপ্রকৃতস্থ চরিত্রায়ণের মধ্যে প্রকাশ পায় লেখিকার দ্বৈত সত্তা, অন্তর্গত এক অনিশ্চয়তা বোধ (anxiety of authorship)

যে সমস্ত মেয়েরা লেখেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বন্দিনী সত্তাকে মুক্তি দিতেই লেখেন। পুরুষ লেখক যখন নব নব আবিষ্কারের নেশায় বিভোর নারীর লেখনী তখন প্রকাশ করতে চায় পদানতের স্তব্ধতা কিংবা নিষ্কলুষ সৌন্দর্যের ভাবমূর্তিতে চাপা পড়ে থাকা তাঁর ক্রোধ এবং হতাশাকে। ফলত, নারীসত্তার অন্তর্গত একাধিক পরস্পর বিরোধী স্তর, অনিঃশেষ দে ালাচলতা শুধু মাত্র তাদের রচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি, পাঠের সর্বস্তরে প্রবেশ করেছে। নারীর রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক জটিল অবস্থান, ক্রমাগত নিষ্পেষণ গোপন রোগের মতো সংক্রামিত হয় তাঁর রচনায়, তাঁর অ-সুখ, যন্ত্রণা মিলেমিশে তৈরী হয়ে ওঠে এক স্বতন্ত্র ভাষা।

আশালতা সিংহের উপন্যাস-গল্প-নাটকের বিশ্লেষণী পাঠে যে তত্ত্ব উঠে আসে তাকেও মিলিয়ে নেওয়া যায় গিলবার্ট ও গুবারের তত্ত্বের সঙ্গে।

সুজান গিলবার্ট এবং সান্ড্রা গুবার তাঁদের 'The Madwoman in the Attic' বইতে বলেন, বাইবেলের যে কাহিনি অবলম্বনে মিল্টন Paradise Lost লিখেছিলেন তাতে নারীকে দেখানো হয়েছিল সমস্ত পাপের উৎস রূপে। সেই আদি পাপ থেকে দূরে রাখতে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে সহনশীলতা এবং নিষ্ক্রিয়তার আদর্শ। শুধু তাই নয়, সমাজে এবং সাহিত্যে মেরুকরণ করা হয়েছে ভাল (angela) এবং খারাপ (monster) মেয়ের মধ্যে। দুয়ের মাঝে কঠোর নিয়ন্ত্রণরেখা। কিন্তু ভালত্বের মহিমান্বিত মুখোশের আড়ালে যে মন্দ মেয়েটা দেওয়াল আঁচড়েছে — আসলে তারা যে অভিন্ন সত্তা। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌-এর অনুসরণে গিলবার্ট এবং গুবার একে বলেছেন Milton's Bogey বা মিলটনের প্রেতাত্মা। নারীলেখক সেই অতৃপ্ত আত্মাকেই মুক্তি দিতে চান — "... a woman writer must examine, assimilate, and transcend the extreme image of 'angel' and 'monster' which male authors have granted for her"[১] বাঙালি সমাজ খ্রিষ্ট্রীয় পাপপূণ্য বা ভিক্টোরীয় নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলেও ভাল-মন্দের ভেদ জ্ঞাপক মডেলটি প্রায় এক।

আশালতা সিংহের উপন্যাস 'স্বয়ম্বরা'র মালতী কিংবা কলেজের মেয়ে উপন্যাসের সুমিত্রা — কোনদিনই তথাকথিত ভালো মেয়ে নয়। তাদের প্রতিবাদে, স্বাধীন মত প্রকাশে লোকনিন্দা এবং তিরস্কারের ঢেউ ওঠে চতুর্দিকে।

স্বভাবের বিপরীত আচরণে 'একাকী' উপন্যাসের প্রতিভাকে কিংবা 'মুক্তি' উপন্যাসের নির্ম্মলাকেও দাম দিতে হয়েছিল। কিন্তু এর দায় কার? ব্যক্তির না সমাজের? তথাকথিত মন্দ মেয়ের মিথ ভেঙে

স্বয়ম্বরার মালতীকে নিজের হাতে গড়ে তোলেন আশালতা।

আশালতা তাঁর লেখা একাকী উপন্যাসে পুরুষ ও নারীর অবস্থানগত বিভেদ দূর করেন। সেখানে প্রতিভা এবং তার দাদা কল্যাণ সমানভাবে মানুষ হয়। টেনিস খেলা, ঘোড়ায় চড়া, কোন কিছুই বাদ পড়ে না প্রতিভার জীবন থেকে। কিন্তু এক সময় দেখা যায় কল্যাণ উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাচ্ছে আর প্রতিভা সুপাত্র অজিতকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌-এর কথা যিনি তাঁর লেখা 'A Room of One's Own'-এ তৈরী করেছিলেন জুডিথ শেক্সপিয়ারের মিথ। উল্‌ফ্‌ কল্পনা করেন জুডিথ নামে শেক্সপিয়ারের এক ভগিনীকে যিনি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সমপ্রতিভাসম্পন্না। জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো যদি একইভাবে তার সামনেও আসত, সেও যদি নাটকের অদম্য আকর্ষণে পাড়ি দিত লন্ডনের পথে তবে সে কি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার হতে পারত? উল্‌ফ্‌ দেখান, তা হত না। তাকে হয়তো কোনও অভিনেতা ব্যবস্থাপকের লোভের শিকার হতে হত, তারপর এক শীতের রাতে চূড়ান্ত হতাশার ভার সইতে না পেরে সে আত্মহত্যা করত। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও নারীর তথাকথিত পুরুষালি প্রতিভার সম্যক বিকাশ অসম্ভব।

আমাদের ভাবতে অবাক লগে সেই সময়ে আশালতা সিংহ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছিলেন, পিতৃতন্ত্রের শাসনাধীনে সেসব নারী তাঁদের প্রতিভাকে খাঁচা খুলে খোলা আকাশে মুক্তি দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তাঁদের সকলের বুকের মধ্যেই একজন করে জুডিথ শেক্সপীয়র ছিল।

আশালতার গল্প-উপন্যাসের পটভূমি কখনও কোলকাতা, কখনও পল্লীগ্রাম আবার কখনো বা বিহার-বাংলা অধ্যুষিত অঞ্চল। তাঁর রচনায় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখিকা নিজে জমিদার বাড়ির মেয়ে এবং গৃহবধূ ছিলেন। কিন্তু বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর পল্লীগ্রামে থাকার দরুণ এবং বিস্তীর্ণ জমিদারি দেখার সুবাদে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসেন। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তব রূপটি তাঁর রচনায় চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। পল্লীবাংলার গৃহবধূদের আচার-আচরণ, নিয়মকানুন, শুচিবায়ুগ্রস্ততা, মেয়েলি কথাবার্তা, পরনিন্দনা, পরচর্চা এমনকি পল্লীবধূদের প্রতি শাশুড়িদের অমানবিক অত্যাচারের চিত্রও লেখিকা বর্ণনা করেছেন সুনিপুণভাবে তাঁর একাধিক গল্প উপন্যাসে। যেমন — কলেজের মেয়ে উপন্যাসে বধূর আচরণ বিষয়ে গ্রামে বসবাসকারী ননদের সাবধান বাণী —

> '' বৌদিকে শিখিয়ে দিও মেয়েমানুষের আরও একটু সহিষ্ণু আর নত হতে হয়।''[২]

কিংবা নতুন বধূর প্রতি গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের নির্দেশ — 'বেঁকা সিঁথে কাটলে যে সোয়ামির অকল্যাণ হয়।'[৩]

পল্লীগ্রামের রীতিনীতি বর্ণনার প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে ঐ একই উপন্যাসে — যাত্রার 'আনুষঙ্গিক মঙ্গলাচরণ', 'তুলসীতলায় পূর্ণঘট ঠিক আছে কি না', 'আমের পল্লবটা নিখুঁত হল কিনা'[৪] ইত্যাদি।

আবার পুণ্যি পুকুর, হরিচরণ, শিবপূজা সমস্ত মেয়েলী আচারের বর্ণনা আছে 'ক্রন্দসী' উপন্যাসে।

আঞ্চলিক ভাষার বর্ণনাও রয়েছে আশালতার লেখা উপন্যাসে — ''ইয়াকে আমি রক্ত পড়ায়ে তবে ছাড়ব দেখি কোন শালা ইয়াকে বাঁচায়, বাবার নাম ভুলাইয়া দিব।''[৫]

শ্রীমতী আশালতা সিংহের গল্পসংকলেনর বেশিরভাগ গল্পেই আছে মেয়েদের দৃষ্টিকোণ। গল্পগুলির সমস্যাপটের মূলে আছে মেয়েদের আত্মসচেতনতা থেকে উৎসরিত ব্যক্তিগত প্রয়াসে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করবার দুর্বার আকাঙক্ষা। তাদের জীবন পরিবেশ আজকের দিনের তুলনায় যতই কেননা পুরোনো ধরণের হোক এই আত্মসচেতনতার প্রখরতাতেই আশালতা সিংহের মানসকন্যারা আধুনিকদের সগোত্র; গল্পে লেখকদের ভাষা ব্যবহারে তিনটি ধরণ আছে। কথকের ভাষা, চরিত্রের নিজস্ব ভাষা এবং কথক এবং চরিত্রের দ্বিস্তরিক ভাষা। শ্রীমতী আশালতা সিংহের গল্পে আমরা ভাষা ব্যবহারের এই তিন ধরণের বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাই।

আমাদের চারপাশের আধুনিক মেয়েদের জীবনে সদর অন্দরের মধ্যে কোনো সীমা টানা নেই, একথা সত্যি। সেক্ষেত্রে অন্দরমহলের ভাষাও আর তাদের মুখে শোনা যায় না। কিন্তু তেমন সুযোগ সুবিধে জোটে এরকম মেয়ের সংখ্যা কতই বা।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ যুগকে বুঝতে চেয়েছেন, খানিকটা যুগের থেকে এগিয়ে চিন্তা করতে চাইছিলেন। তিনি কার্যক্ষেত্রে যেটা নিজের জীবনে ফলাতে পারেননি অথচ মনে প্রাণে খুবই চেয়েছিলেন যে বদল তা তিনি নিজের লেখার মাধ্যমে, নিজের সৃষ্ট চরিত্রদের মাধ্যমে বলাতে, ফলাতে পেরেছেন। আশালতা দেবী এই মানসিকতা কোথায় পেলেন? ইংরেজী শিক্ষা, পশ্চিমি নারীবাদ? বই থেকে পাওয়া না কি বঞ্চিতা আশালতা নিজের জীবন থেকেই প্রতিবাদের পাঠ সংগ্রহ করেছিলেন?

আশালতা সিংহের বেশিরভাগ গল্পই শুরু হয়েছে কোন একটি চরিত্র ধরে। সেই চরিত্র সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি কখনো কথোপকথন, কখনো তার আশপাশের পরিবেশ, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেই চরিত্রটির নিজস্ব কাজকর্মের বর্ণনা দিয়ে লেখিকা গল্প শুরু করেছেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পেই এ ধরণের স্টাইল চোখে পড়ে। যেমন পূর্ব্বাপর গল্পটি শুরু হয়েছে নমিতা চ্যাটার্জি নামক একটি চরিত্রের কথা দিয়ে —

> ''সূর্যাস্তের গোধূলি রাগ রঞ্জিত আলো বাগানের এক অংশে আসিয়া পড়িয়াছে। নমিতা চ্যাটার্জি এতক্ষণ টেনিস খেলিতেছিলেন, একটা সেট

শেষ হইয়া গিয়াছে, তাই ক্ষণকালের বিশ্রাম অবকাশে তরুকুঞ্জের নিভৃত ছায়াচ্ছন্নতলে যে সবুজ বেঞ্চি পাতা ছিল তথায় আসিয়া বসিলেন।''[৬]

আবার 'কাব্যমন্ডল' গল্পের শুরুটি এরকম —

''ধীরার আজ বছর খানেক হইল বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী হরসুন্দরবাবু একটি মার্চ্চেন্ট অফিসের ছোটবাবু। কালক্রমে বড়বাবু হইবার আশা আছে।''[৭]

শ্রীমতী আশালতা সিংহ মূলত সাধুভাষায় তাঁর গল্পগুলি লিখলেও সর্বত্র তাঁর গদ্য সংস্কৃত গুরুম্ভীর নয়। বিষয় অনুযায়ী তিনি ভাষাকে বদল করে নিয়েছিলেন। তৎসম শব্দ বহুল সাধুভাষার প্রয়োগ যে তাঁর রচনায় একেবারেই নেই এমন নয়, কিন্তু তিনি সহজ সরল অনাড়ম্বর গদ্যেই বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। আশালতাদেবী তাঁর প্রতিটি গল্পে আমাদের বহু প্রাচীন মৌখিক রীতিটিকেই লিখিত রূপদান করেছেন। আমরা জানি যে, লেখার ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে। লেখার ভাষার যে পরিশীলিত, পরিকল্পিত চিন্তারছাপ থাকে তা মুখের ভাষায় নাও থাকতে পারে। লেখার ভাষায় থাকে সুনির্দিষ্ট অন্বয়রীতি, সুচয়য়িত শব্দ ও সুন্দর বাক্য গঠনের প্রচেষ্টা। সেই তুলনায় মুখের ভাষা অনেক এলোমেলো। কিন্তু মৌখিক ভাষার সবচেয়ে বড় গুণ হল সহজতা। এই ভাষা যত সহজে আমাদের কাছে বোধগম্য হয় এবং যত দ্রুত আমাদের মর্মে প্রবেশ করে লেখার ভাষার সেই সহজতা ও মর্মে প্রবিষ্ট হওয়ার ক্ষমতা নাও থাকতে পারে।

মনে প্রাণে আধুনিকা প্রগতিশীলা শ্রীমতী আশালতা সিংহ তাঁর সময়ের গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারেননি বলেই মেয়েদের জীবনের নানা সীমাবদ্ধতা ভদ্র,সভ্য, সেবাপরায়ণা, কমনীয় নম্র মুখোশের আড়ালে একাধারে সেই শ্রেণীর ভীত-সন্ত্রস্ত-শোষিত-নির্যাতিত জীবনের ব্যথা বেদনা তাঁর গল্পে বারে বারে উঠে এসেছে। তাঁর স্বপ্নের নায়িকারা কেউ কেউ প্রতিবাদে মুখর হয়েছে, গতানুগতিকতাকে ভেঙ্গেছে। সোচ্চার হয়েছে তাদের চাওয়া-পাওয়া তথা অধিকারের কথা জানাতে। বুদ্ধি-বিবেচনা-চিন্তাশক্তিতে তারা পুরুষের তুলনায় এতটুকু খাটো নয় তা তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রই প্রমাণ করে। তাই তো দেখি শ্রীমতী আশালতা সিংহের গল্প সংকলনের প্রথম খণ্ডের 'স্বাধীনতা ও সম্মান' গল্পে চপলা বসু ও হিতেশের তর্কে বিংশ শতকের মেয়েদের চাহিদা উঠে আসে এমনি করে —

চপলা বসু বললেন, ''তবুও প্রেমের কাছে একটা স্থায়িত্ব একটু স্নিগ্ধতা আমরা চাই। হয়তা নাও পেতে পারি কিন্তু পেলে যে খুশী হই এমন কথাটা অস্বীকার করি কী করে?''[৮]

'' রেখে দিন আপনার চাওয়া না চাওয়ার কথা! আপনার খুশী, অখুশীতে কী এসে যায়! সত্যিই ত মেয়েদের ব্যাপার আমরা বিধান দেবার কে?'' হিতেশ বলে চলল, ''একটু ভেবে দেখুন দেখি একি আমাদের স্পর্দ্ধা নয়? আর এটা মেয়েরাও এবারে বুঝতে আরম্ভ করেচে তাদের বিষয়ে কোন গোঁড়ামি আর তারা সহ্য করতে রাজী নয়। কাকে তারা দেহ দেবে, কাকেই বা দেবে মন, তারা একবার নয় দুবার নয় একশোবার নিজেরাই ঠিক করবে।''[৯]

এই গল্পের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র — চপলা দেবীও হিতেশের কথায় সায় দিয়ে বলেন — ''ঠিক বলেচেন। বড় চমৎকার প্রকাশ করেচেন। ঠিক, বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা এই দাবী সকলের চেয়ে আগে করে।''[১০]

তথ্যসূত্র ও প্রসঙ্গ নির্দেশ —

১) দ্র. Sandra Gilbert & Susan Guber : 'The Mad Woman in the Attic', First Published as Yale Nota Bene Book in 2000, Preface P. XII.

২) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'কলেজের মেয়ে', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, পৃ. ১৭

৩) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'ক্রন্দসী', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, আগস্ট ১৯৪০, পৃ. ১৬

৪) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'কলেজের মেয়ে' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, পপৃ. ৫২

৫) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'ক্রন্দসী', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, আগস্ট ১৯৪০, পৃ. ৫৪

৬) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'পূর্ব্বাপর', আশালতা সিংহের গল্পসংকলন -২, ভূমিকা-তপোব্রত ঘোষ, সংকলন - অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩ এবং স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯৮

৭) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'কাব্যমণ্ডল' আশালতা সিংহের গল্পসংকলন -২, ভূমিকা-তপোব্রত ঘোষ,

সংকলন - অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩ এবং স্কুল অব উইমেন্‌স্‌ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০৯

৮) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'স্বাধীনতা ও সম্মান', আশালতা সিংহের গল্পসংকলন -১, ভূমিকা-তপোব্রত ঘোষ, সংকলন - অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩ এবং স্কুল অব উইমেন্‌স্‌ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২৩

৯) দ্র. ঐ

১০) দ্র. ঐ